telenor group

grameenphone

unicef

Tips for Children and Young people online

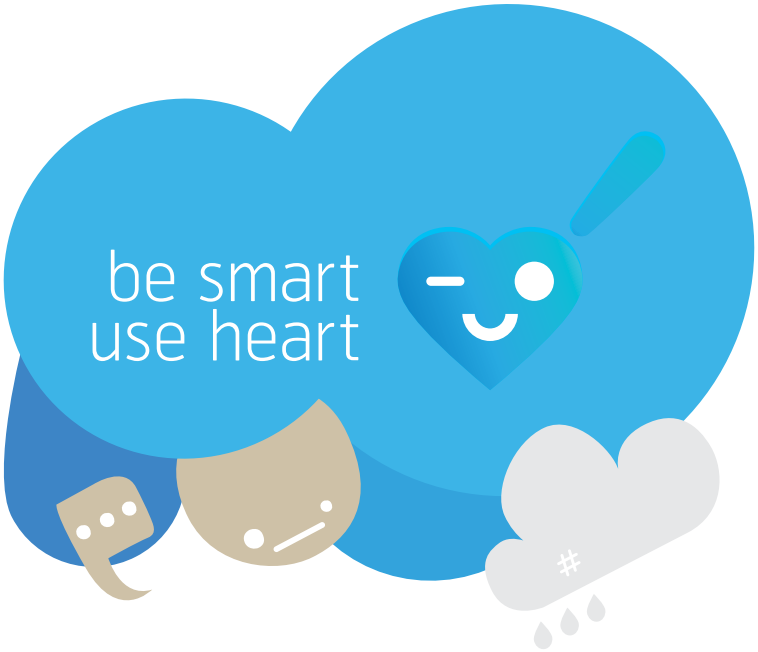

the world online is still real

শিক্ষার্থীদের করণীয়

প্রিয় শিক্ষার্থী,

প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার এই যুগে ইন্টারনেটের অবদানকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ইন্টারনেট সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে; শিক্ষাকে করেছে আধুনিক ও বিশ্বমানের। শিক্ষার্থীরা এখন ঘরে বসেই শিখতে পারবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি www.khanacademy.org, www.alorpathshala.org, www.wikipedia.com -এর মতো শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট-গুলো এখন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এই অগ্রযাত্রায় যারা ইন্টারনেটের সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারবে না তাদের উন্নত বিশ্বের থেকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তবে, সব ভালোর মতো, ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো দিকের পাশাপাশি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দিক ও আছে। ইন্টারনেটের এসব দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সচেতনতা না থাকায় অনেকেই অনলাইন-অপরাধ এবং সাইবার বুলিং- এর শিকার হতে পারে। তবে, কিছু সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে অনলাইনে নিরাপদ থাকা যায়। অনলাইনে নিজেকে ও অন্যকে নিরাপদ রাখতে এসব নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা কর।

শিক্ষার্থীদের প্রতি

১. অনলাইনে কিছু করার আগে ভেবে দেখো তোমার সাথে অনলাইনে কেউ এমন কিছু করলে তোমার কেমন লাগতো। যে কাজ তোমার ভালোা লাগে না, অন্যের ক্ষেত্রেও সেটা করো না।

২. অনুমতি ছাড়া অন্য কারও ছবি, ভিডিও কিংবা অন্যান্য তথ্য অনলাইনে পোস্ট করো না।

৩. কখনওই পাসওয়ার্ড অন্য কারও সাথে শেয়ার করো না, এমনকি সবচেয়ে কাছের বন্ধুর সাথেও নয়।

৪. অনলাইনে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য না দেয়াই উত্তম। নিজের ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখো, প্রয়োজনে ছদ্মনাম ব্যবহার করো।

৫. শুধুমাত্র অনলাইনে পরিচিত এমন কারো সাথে কি দেখা করতে যাচ্ছো? সাথে বড় কেউ কিংবা কোনো বন্ধুকে নিয়ে যাও।

৬. বুলিং- এর শিকার হলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিৎ নয় কেননা, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্যই অনলাইনে বুলি বা উত্যক্ত করা হয়।

৭. উত্যক্ত করে পাঠানো বার্তাগুলো মুছে না ফেলে বড় কারও সাথে শেয়ার করো।

৮. বুলিং- এর শিকার হলে সেটা নিজের ভেতর চাপিয়ে না রেখে বড় কারও পরামর্শ নাও অথবা হেল্পলাইনে যোগাযোগ করো।

৯. প্রাইভেসি সেটিং সম্পর্কে জেনে নাও। তোমার ব্যাপারে অনলাইনে কে কি দেখতে পারবে সেটা নিজেই ঠিক করে দাও। এমনকি, তুমি বুলিং- এর বার্তাগুলো ব্লকও করে দিতে পারো।

১০.কাউকে বুলিং- এর শিকার হতে দেখলে চুপ থেকো না। শুধু নিজের জন্যই নয়, অন্যের জন্যও প্রতিবাদ করো।

Content Partner

parentzone